1.2 BEN بنغالي

সচেতনতামূলক

জামারাত

নির্দেশিকা









কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وزارة الحج والعمرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH

এই নির্দেশিকাটি নিম্নলিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। পছন্দের ভাষার ওপর ক্লিক করে আপনি সেটা ডাউনলোড করতে পারেন:

English
ENG

عربي
AR

বাংলা
BEN

Bahasa Indonesia
IND

Français
FRA

Hausa
HAU

Türkçe
TUR

اُردُو
URD

Español
SPN

Русский язык
RUS

Bahasa Malaysia
MAY

සිංහල භාෂාව
SIN

አማርኛ
AMH

فارسی
PER

o'zbek
UZB

हिंदी
HIN



জামারাত নির্দেশিকার সূচিপত্র

কাঙ্খিত পৃষ্ঠায় যেতে শিরোনামের ওপর ক্লিক করুন

▶ আমরা কেন জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করি?



▶ আমি কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?



▶ ঈদের দিন ‘জামরায়ে আকাবা’তে পাথর নিক্ষেপ



▶ জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের সময়



▶ তাশরীকের দিনগুলোতে পাথর নিক্ষেপ



▶ তাশরীকের দিনগুলোতে কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?



রমী’ তথা পাথর নিক্ষেপের সময়



পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ



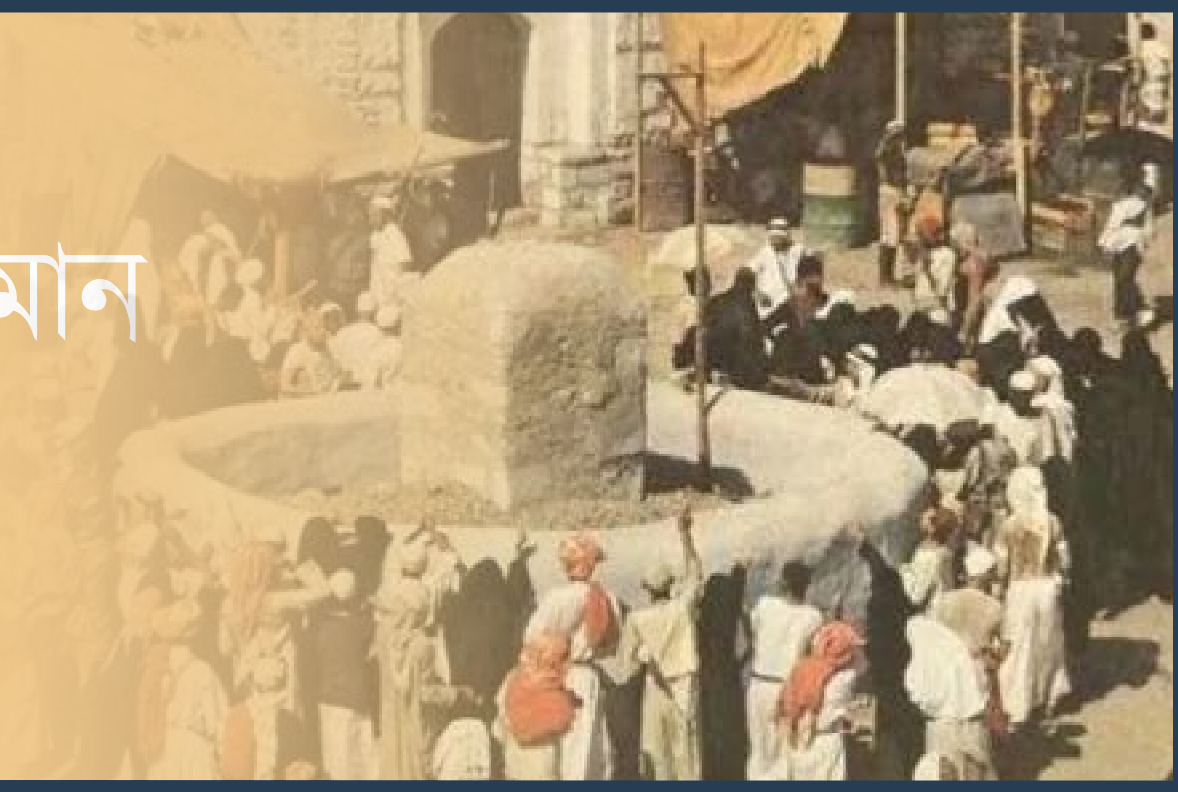
নিক্ষেপযোগ্য পাথরের বিবরণ



পাথর সংগ্রহ



জামারাতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস



জামারাতের বর্তমান ব্রীজ



জামারাতে কীভাবে পৌঁছবো?



ট্রেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশনা



জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে মাথা মুণ্ডন



গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বারসমূহ



রমীয়ে জিমার তথা জামরাতে পাথর নিক্ষেপ হজ্জের একটি মহা তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর রাসূল নিজে এটা করেছেন ও করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই নির্দেশিকাতে আমরা পাথর নিক্ষেপের সময় আপনার প্রয়োজনীয় ও করণীয় দিক-নির্দেশনাগুলো জানাবো।

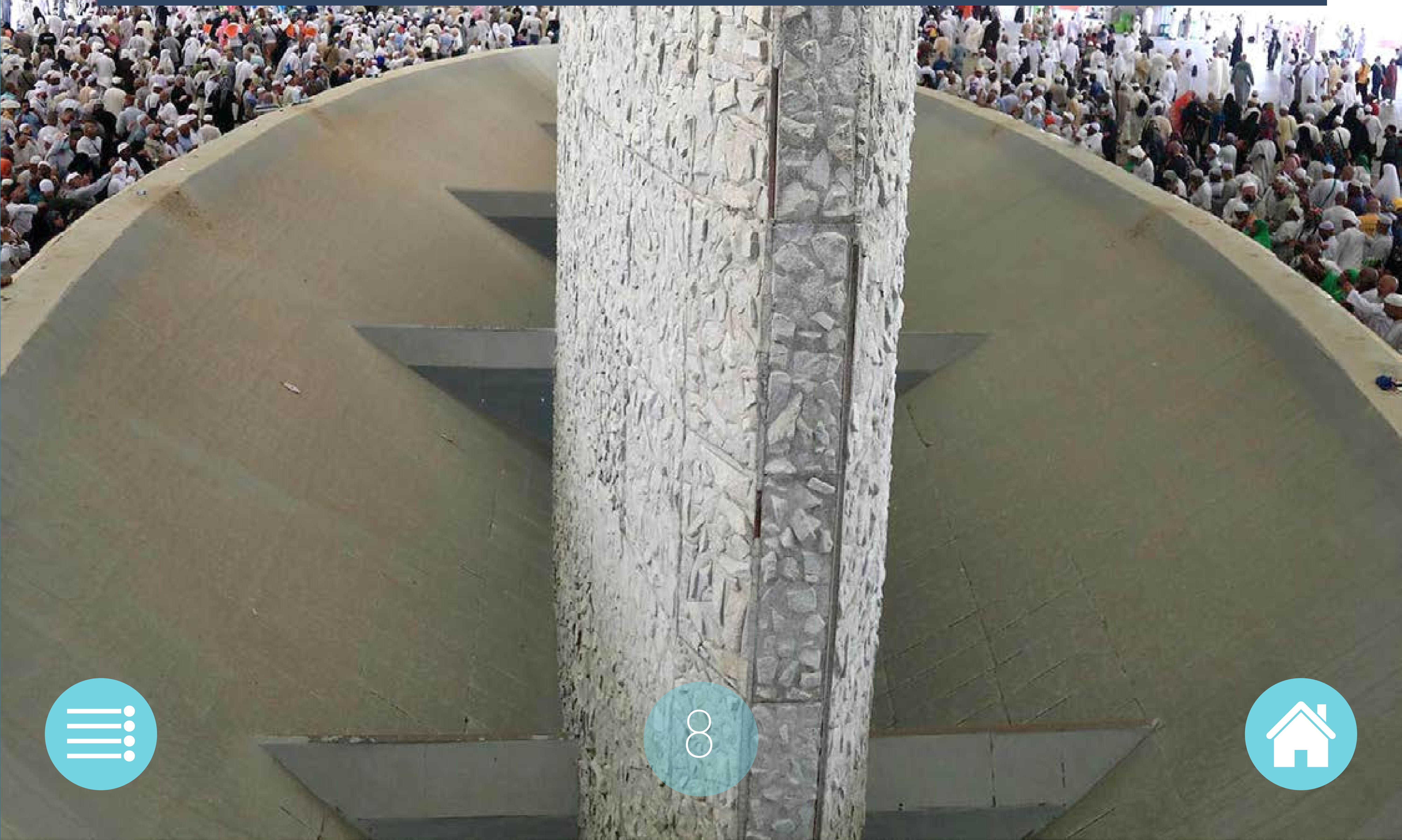
জামারাতের পাথর নিক্ষেপ (রমীয়ে জামারাত) কী?

রমীয়ে জিমার তথা জামরাতে পাথর নিক্ষেপ হজের একটি মহা তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর রাসূল নিজে এটা করেছেন ও করার নির্দেশ দিয়েছেন।



এটা মিনার ময়দানে রাসূলুল্লাহর নির্দেশিত 'জামারাত' নামক স্থানে নির্দিষ্ট সংখ্যক নুড়ি পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে আদায় করতে হয়।

'জামরা' বলতে হাজীর চোখের সামনে বিদ্যমান দেয়াল কিংবা স্তম্ভ নয়; বরং সে দেয়াল বা স্তম্ভ ঘেরা চতুর্পার্শ্বই 'জামরা'।



তিন জামরা

পাথর নিক্ষেপের নির্ধারিত তিনটি জামরা হলো:

1 **জামরায়ে সুগরা:** এটা 'জামরায়ে ঊলা' বা প্রথম জামরা হিসেবেও পরিচিত। মিনাস্থ 'মসজিদে খাইফ' এর দিক থেকে মক্কার দিকে আসার পথে প্রথমে এই জামরাটি অবস্থিত।

2 **জামরায়ে উসতা:** এটা জামরায়ে সুগরার পরে ও জামরায়ে কুবরা তথা জামরায়ে আকাবার আগের জামরা।

3 **জামরায়ে আকাবা:** এটা জামরায়ে কুবরা তথা সর্ববৃহৎ জামরা হিসেবেও প্রসিদ্ধ। মিনা থেকে মক্কার দিকে আসার পথে এটা সর্বশেষ জামরা।







জামারাতের ইতিহাস

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী ইবরাহীমকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তাঁর সন্তান ইসমাঈলকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেন। ইবরাহীম তাঁর ছেলেকে জবাইয়ের জন্য প্রস্তুতি নেন। তিনি যখন ছেলেকে নিয়ে জবাই দিতে যাচ্ছিলেন তখন শয়তান তাকে জামরায়ে সুগরার স্থলে ছেলেকে জবাই না করার কুমন্ত্রণা দেয়।

ইবরাহীম (আ.) শয়তানকে সাতটি নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করেন। শয়তান অদৃশ্য হয়ে যায়। পথ চলতে শুরু করলে শয়তান দ্বিতীয়বার তাকে জামরায়ে উসতা তথা মধ্যবর্তী জামরাতে কুমন্ত্রণা দেয়। তিনি তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলে অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি চলতে শুরু করেন। একটু পরেই আবার জামরায়ে আকাবা তথা তৃতীয় জামরার কাছে তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। ইবরাহীম তাকে পাথর নিক্ষেপ করেন এবং সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইবরাহীম ছেলেকে উপুড় করে শুইয়ে জবাইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। আল্লাহ তাআলা তাকে ডাক দিয়ে বলেন,

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى
الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

(আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, ইবরাহীম! তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছ। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা [সাফফাত: ১০৪-১০৬]) অর্থাৎ তুমি আমার নির্দেশ মেনে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছো।





আমরা কেন পাথর নিক্ষেপ করি?

1

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ মানি ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। কারণ তিনি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করেছেন এবং বলেছেন, ‘তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের ইবাদত গ্রহণ করো’।

2

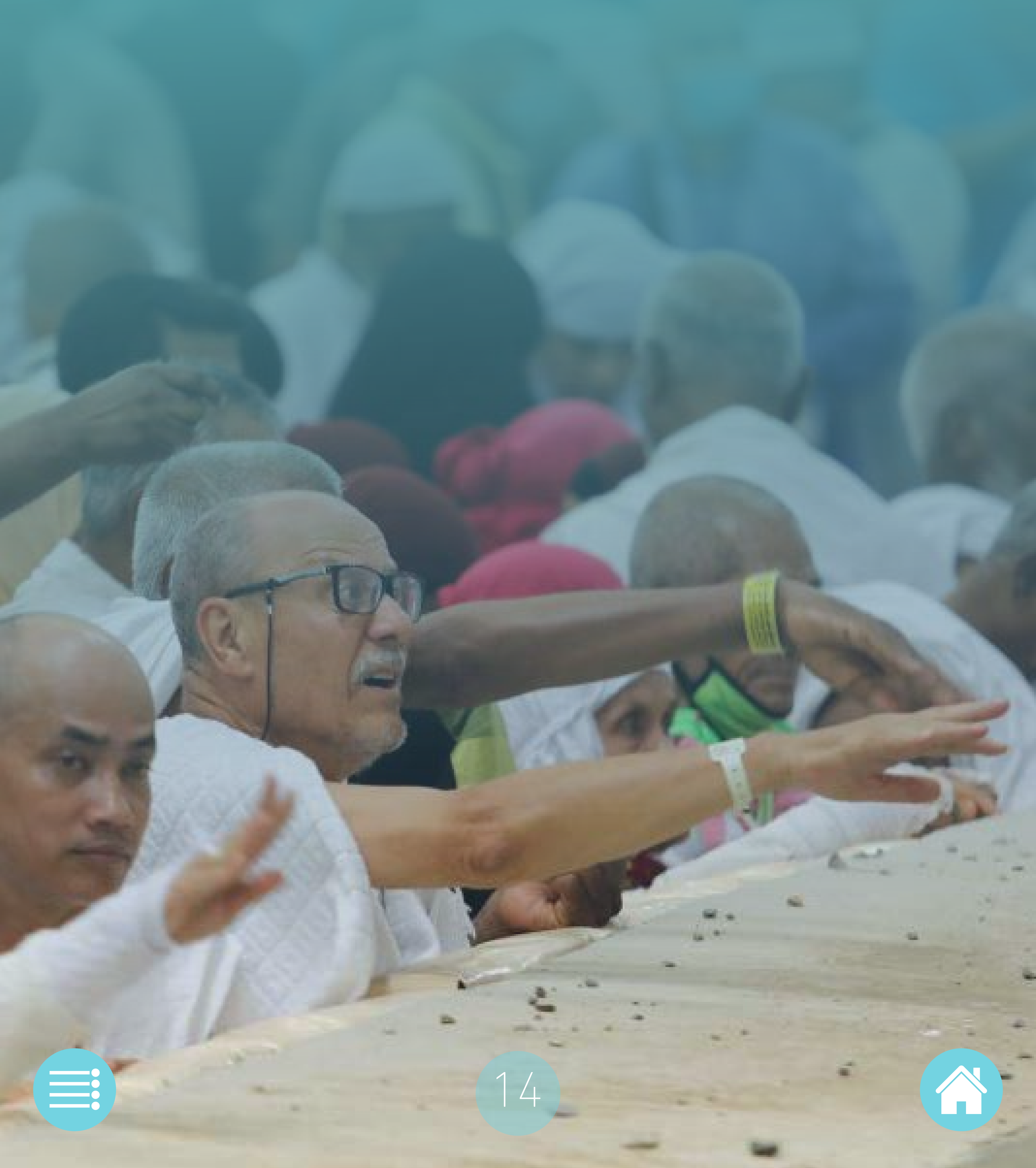
আমরা আল্লাহ তাআলা নির্দেশ মানি। হজ মূলত পুরোই একটি আনুগত্যমূলক ইবাদত। হজে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে আল্লাহর নির্দেশ মানার বাইরে আর কিছু প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নয়।

3

আমরা আল্লাহর নবী ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সালামের ঘটনা স্মরণ ও চর্চা করি।

4

আমরা জামরাতে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে শয়তানকে লাঞ্ছিত করি। কারণ এভাবে পাথর নিক্ষেপ মূলত শয়তানের বিরুদ্ধে নবীদের পথ অনুসরণ। ইবরাহীম যেই জায়গাতে পাথর নিক্ষেপ করেছেন সেখানে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে আমরা শয়তানের বিরোধিতা ও ইবরাহীমী আদর্শ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেই।



5

পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর যিকির ও তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করি। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ), সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ (দৌড়ানো), জামরাতে পাথর নিক্ষেপ এই সবগুলোই মূলত আল্লাহর যিকির। এজন্য প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপের সময় হাজীরা 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দেন। এর মাধ্যমে যেন তারা বুঝিয়ে দেন, তাদের হৃদয়ে বিদ্যমান সকল প্রত্যাশা-প্রলোভনের চেয়ে আল্লাহর মর্যাদা বেশি।




adidas

কীভাবে পাথর
নিক্ষেপ করবো?

1

নিজের কাফেলার সঙ্গে থাকুন। নির্দিষ্ট সময়ে তারা যখন বের হয় তখন বের হোন। এতে নিজে সম্ভাব্য ভিড় ও সংকট থেকে বাঁচবেন। অন্য হাজীরাও আপনার মাধ্যমে সৃষ্ট জটিলতা থেকে বাঁচবে।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

2

সাতটি পাথর আলাদা আলাদা নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক বার একটি করে মারবেন। সাতটি একসঙ্গে মারবেন না।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

3

প্রত্যেক বার পাথর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

4

ভিড় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। জামরার যে দিকে ভিড় কম সে দিক থেকে পাথর মারুন।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

5

আপনার সামনে বিদ্যমান জামরার মাঝে দেয়াল বরাবর পাথর নিক্ষেপের চেষ্টা করুন। এতে পাথরগুলো জামরার হাউজের মাঝে গিয়ে পড়বে।



কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?

6

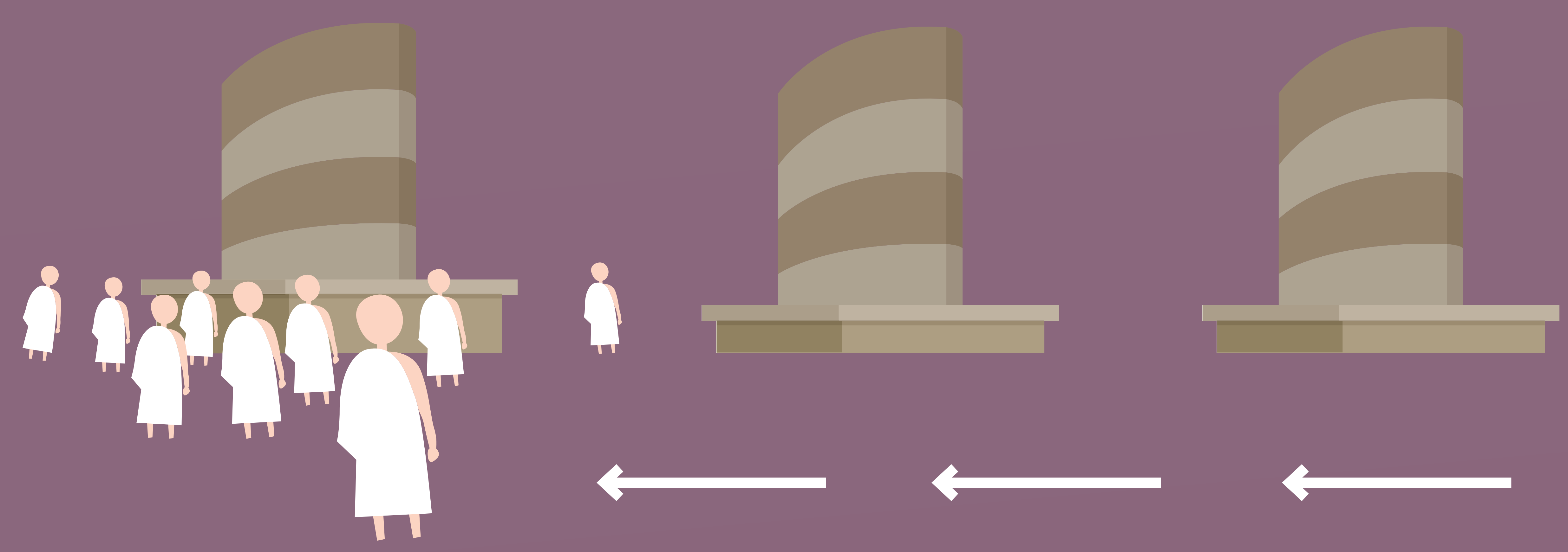
পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে কেউ যেন আঘাত না পায় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখুন।





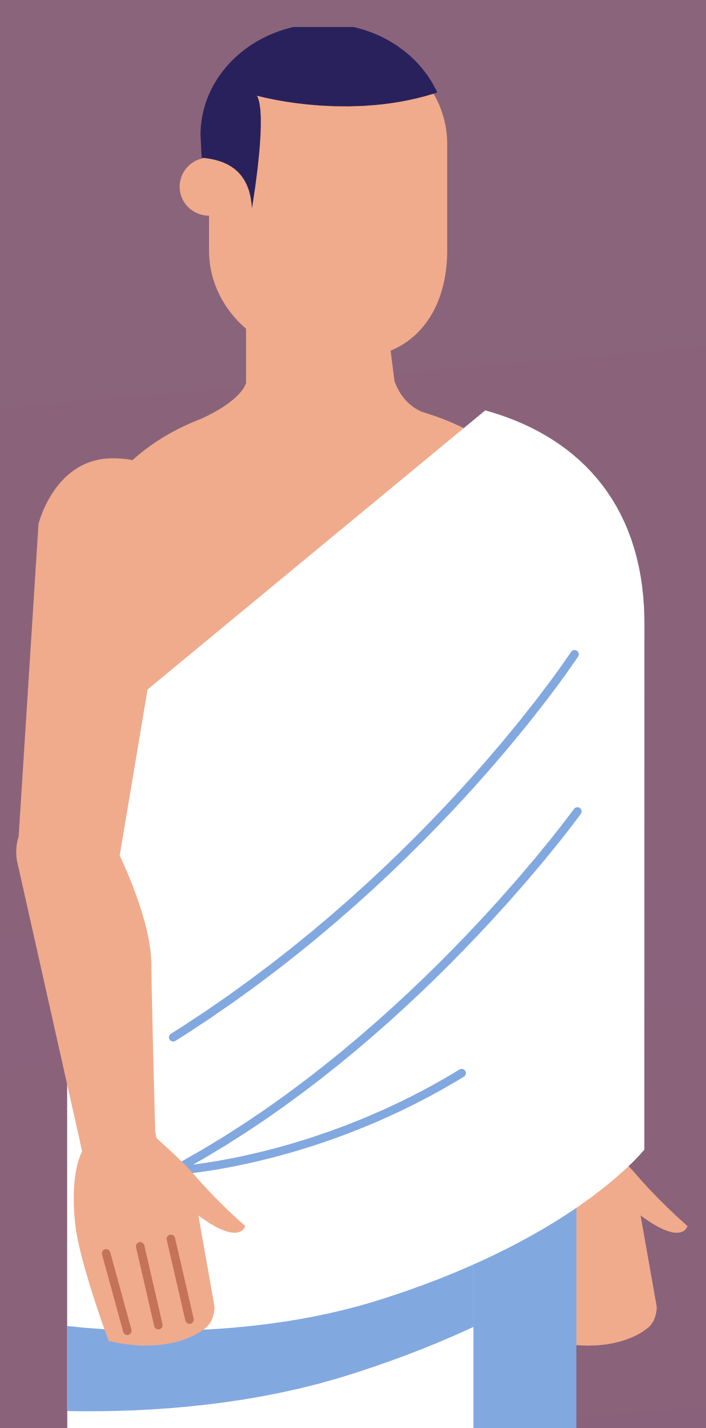


ঈদের দিন জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ



জামরায়ে আকাবা হলো সবচেয়ে দূরের জামরা। মীনা থেকে মক্কার দিকে আগত পথের সর্বশেষ জামরা। ঈদের দিন কেবল এই একটি জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

- যিলহজ মাসের ১০ তারিখ ঈদের দিন হাজীদের ওপর এই জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। মুযদালিফা থেকে বের হয়ে ঈদের রাতেও পাথর নিক্ষেপ করা যেতে পারে।





- প্রত্যেক হাজী সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবেন।

- জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে হাজীরা তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবেন।

জামরাতে পাথর নিক্ষেপের পরে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। যাতে পেছনে ভিড় সৃষ্টি না হয় এবং অন্যদের সুযোগ নষ্ট না হয়।





জামরায়ে আকাবাতে

পাথর নিক্ষেপের সময়

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ ঈদের (আগের দিন) মধ্যরাত থেকে শুরু হয়। ফলে কেউ যদি রাতেই মুযদালিফা থেকে বের হয়ে আসে তবে সে রাতেই পাথর নিক্ষেপ করতে পারবে। অতঃপর ঈদের দিন পুরো সময়ে পাথর নিক্ষেপ অব্যাহত রাখবে। ১১ তারিখের ফজরের পরে আর পাথর নিক্ষেপ করা উচিত হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুযদালিফা থেকে ফজরের পরে সূর্যোদয়ের আগেই বের হয়ে যান। যোহরের সময়ে তিনি জামরাতে পৌঁছেন এবং তখন পাথর নিক্ষেপ করেন।

তাশরীকের দিনগুলোতে

পাথর নিক্ষেপ



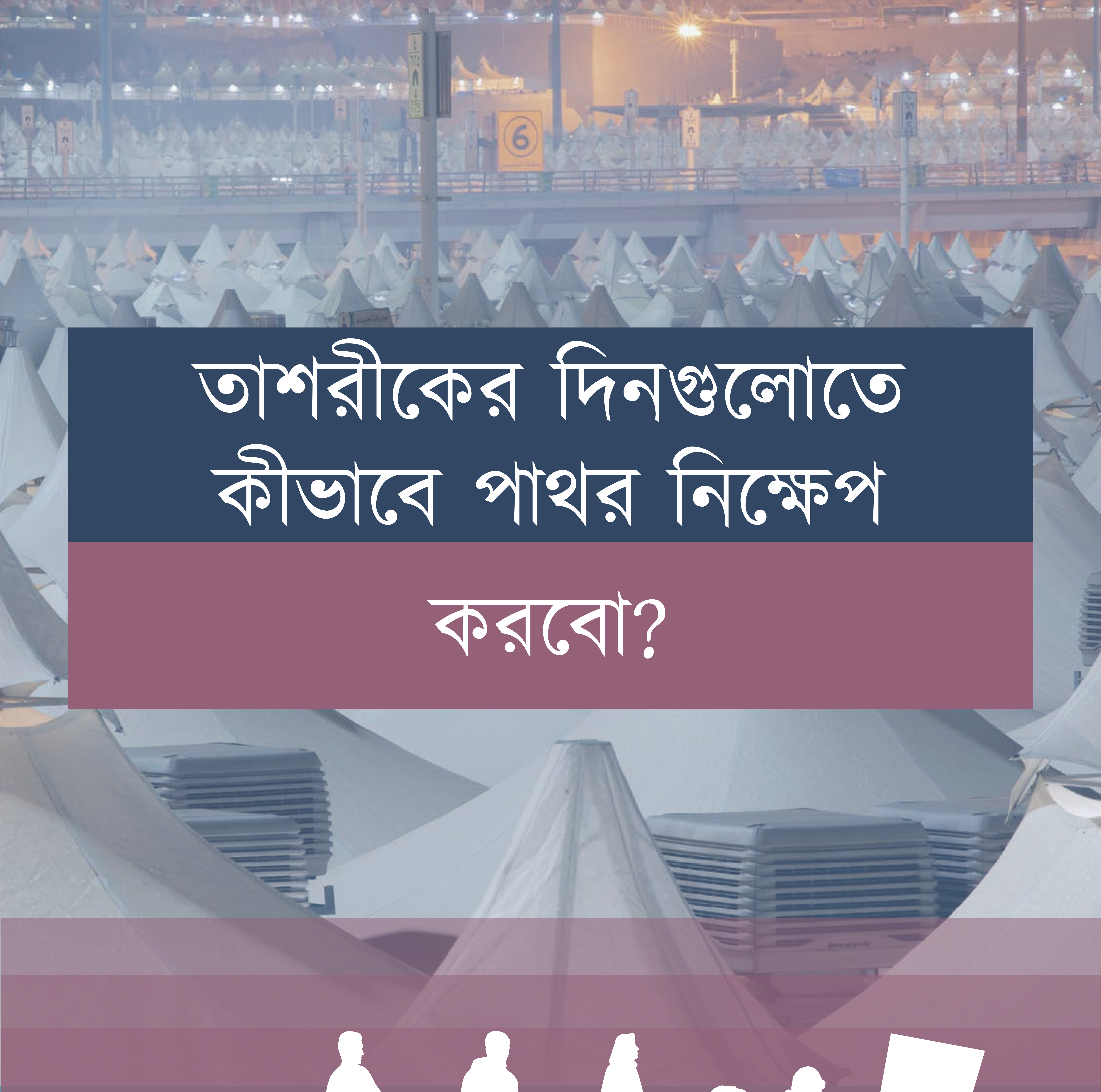
যেসব হাজী দ্রুত হজ্জ সম্পন্ন করে ফিরতে চান তারা তিন জামরাতে যথাক্রমে ১১, ১২ যিলহজ পাথর নিক্ষেপ করবেন। আর যাদের তাড়াহুড়ো নেই তারা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ পাথর নিক্ষেপ করবেন।



হাজীদের জন্য এই দিনগুলোতে জামরাতে পাথর নিক্ষেপই সবচেয়ে বড় কাজ। এর পাশাপাশি আল্লাহর যিকির ও তাকবীরও অব্যাহত থাকবে।



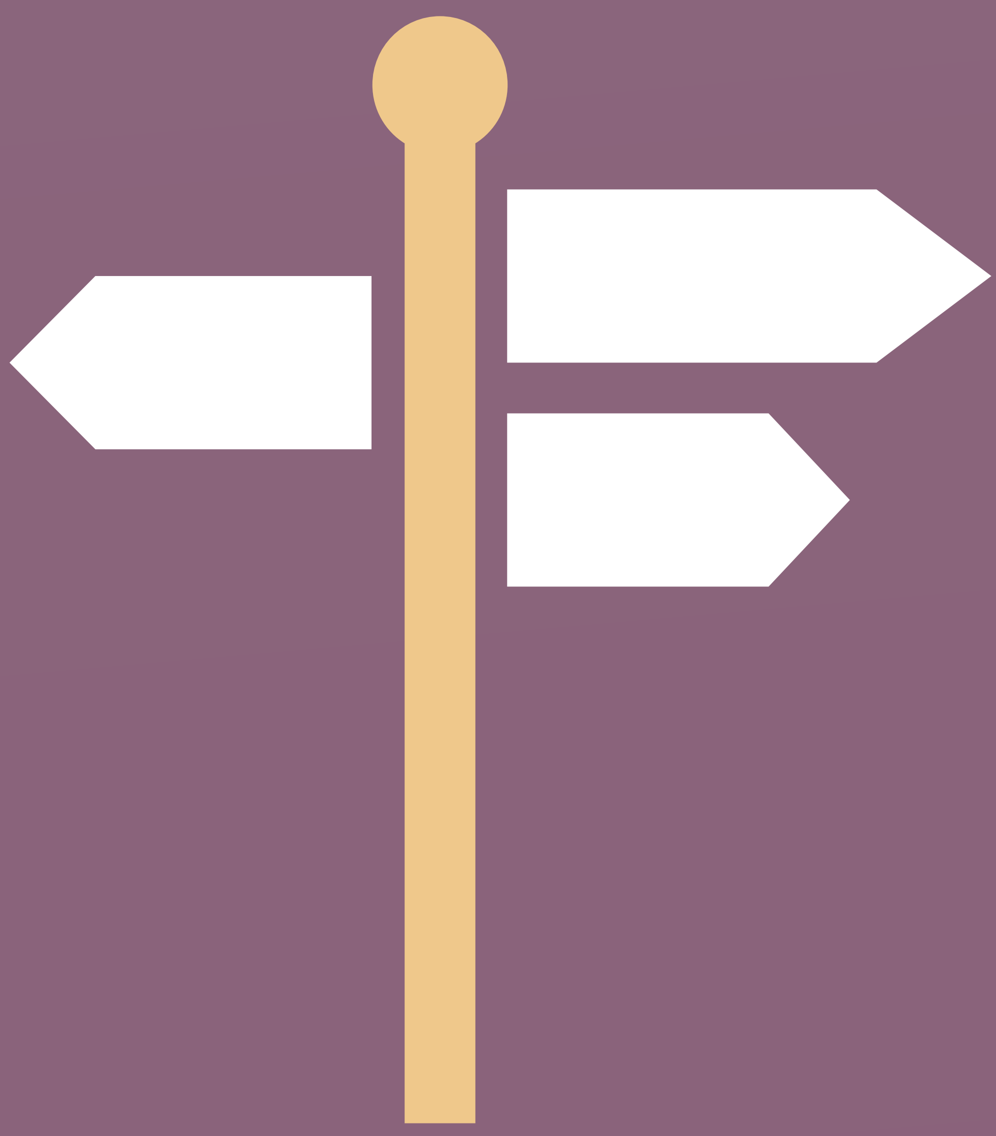




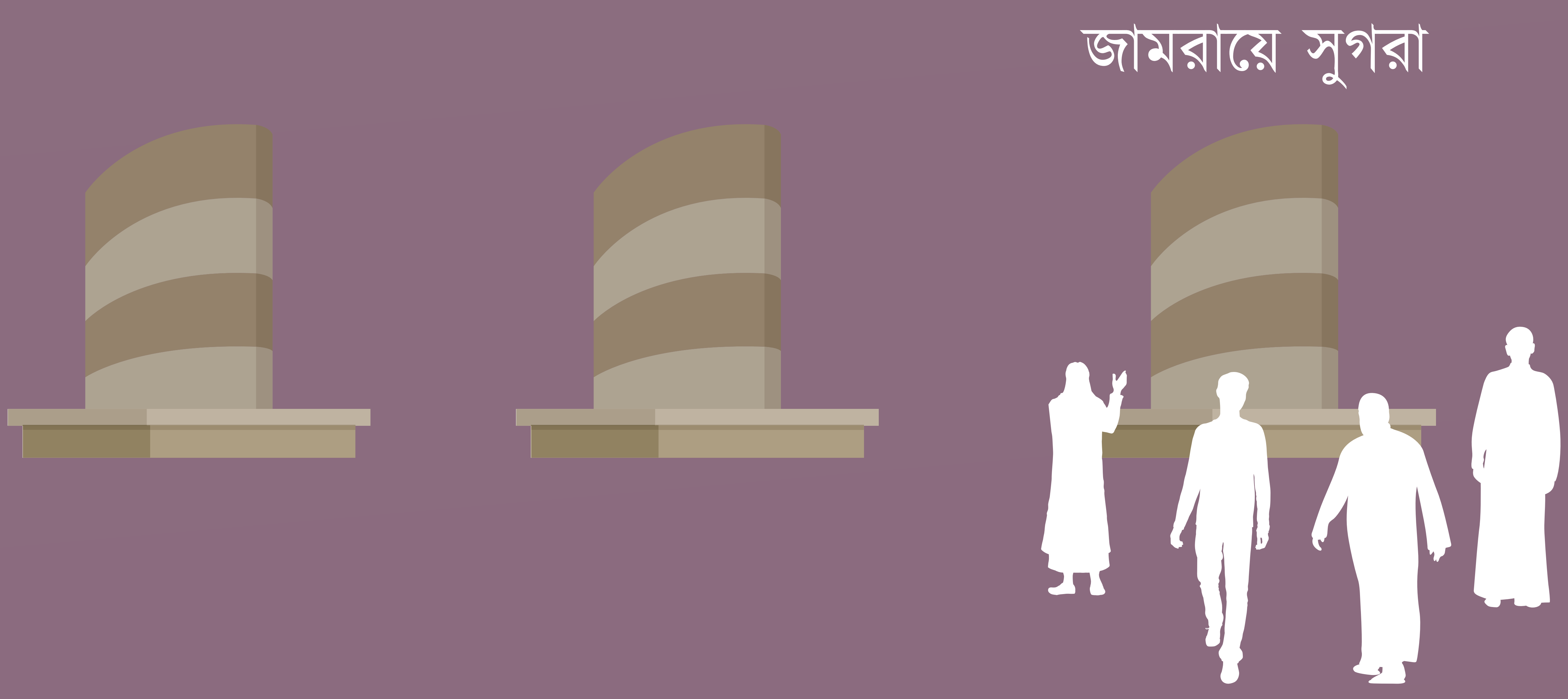
তাশরীকের দিনগুলোতে কীভাবে পাথর নিক্ষেপ করবো?



- নির্ধারিত সময়ে নিজ কাফেলার সবার সঙ্গে বের হবে। সবাই একসঙ্গে জামরার দিকে যাবে। হোক সেটা হেঁটে কিংবা ট্রেনযোগে।



কাফেলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত পথেই জামরাতে যাবে। যেই ফ্লোরে পাথর নিক্ষেপ করতে বলা হয় সেখানেই করবে।



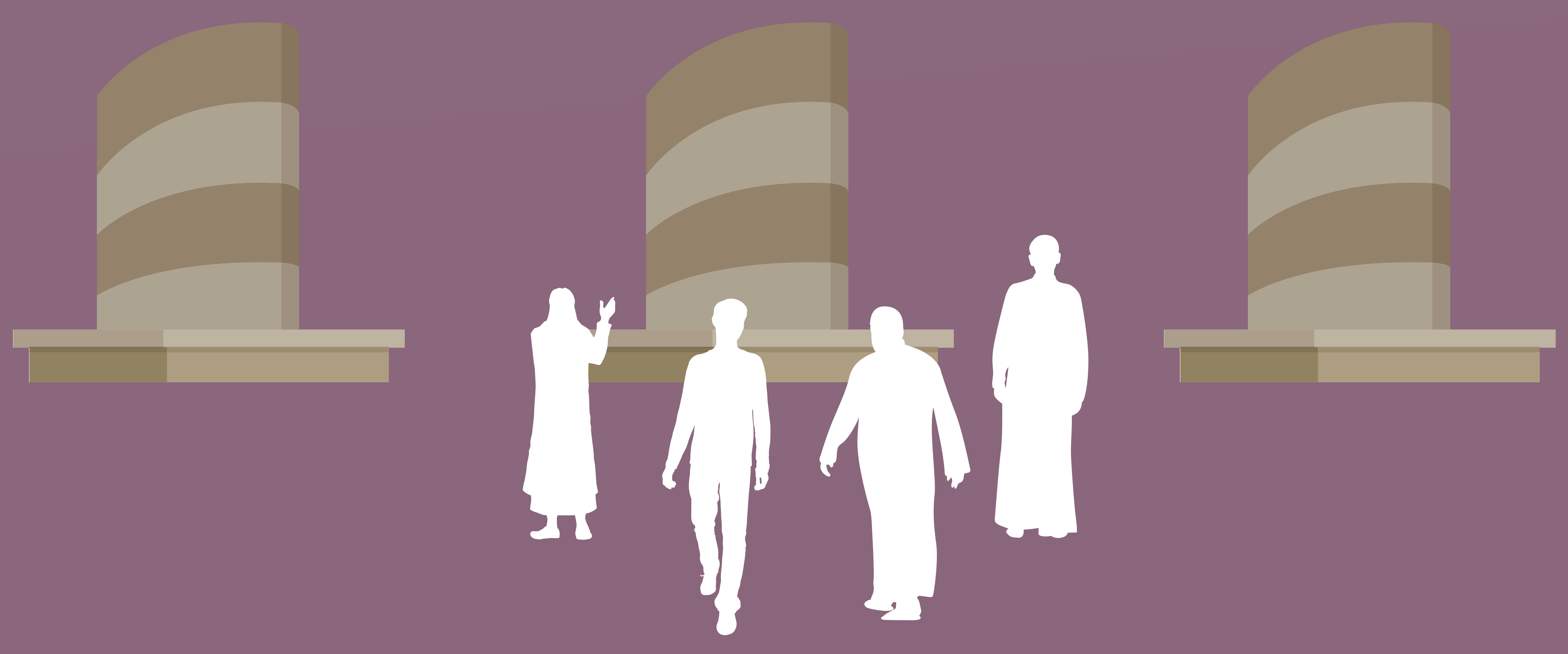
- সর্বপ্রথম জামরায়ে সুগরা সামনে পড়বে। সেখানে হাজী সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সময় তাকবীর দিবে।



- পাথর নিক্ষেপ সম্পন্ন হলে জামরা থেকে একটু দূরে কম জনসমাগম স্থলে গিয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে রহমত, মাগফিরাত, তাওফীক ও হজ্জ কবুলসহ যা ইচ্ছা দুআ ও মুনাজাত করবে।



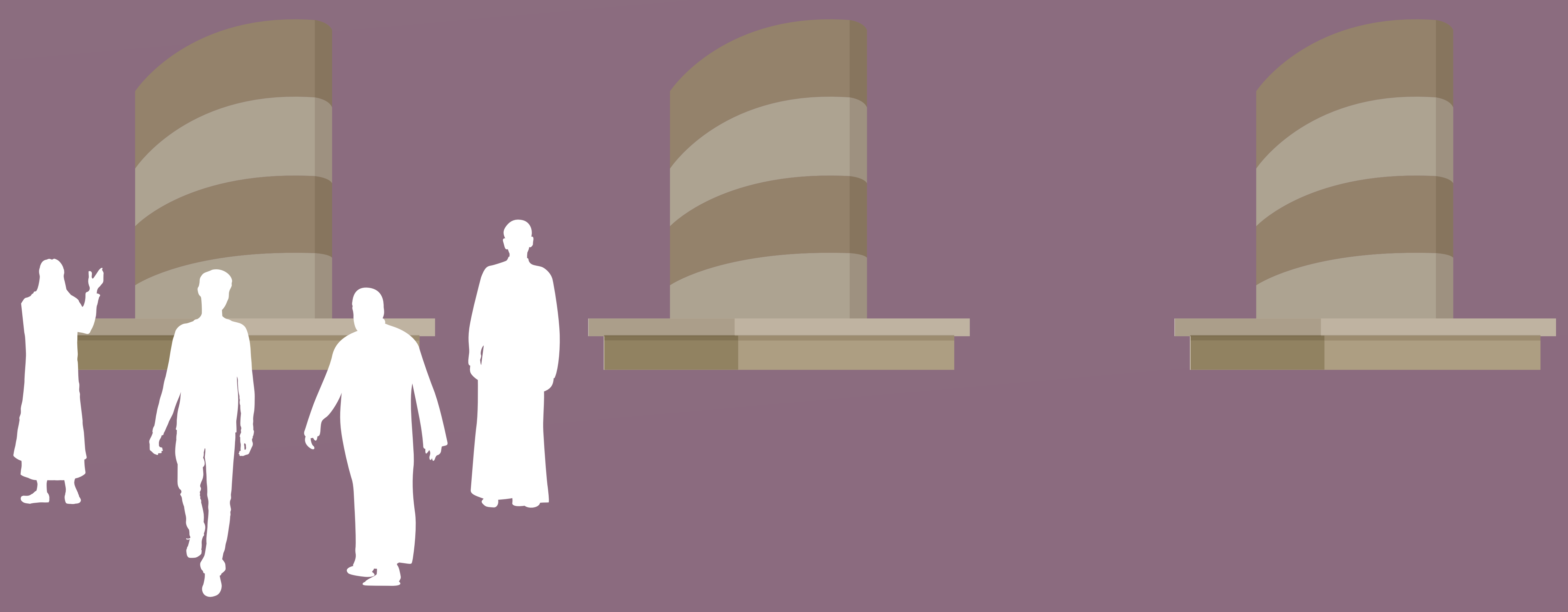




- অতঃপর জামরায়ে উসতা (তথা দ্বিতীয় জামরার) দিকে অগ্রসর হবে। সেখানেও আগের মতো সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেকবার তাকবীর দিবে।

- অতঃপর জামরায়ে আকাবার দিকে সামান্য অগ্রসর হবে। মানুষের চলার পথ ছেড়ে দিয়ে একটু কম জনসমাগমপূর্ণ স্থানে কিবলামুখী হয়ে দুআ করবে।

জামরায়ে আকাবা



- অতঃপর জামরায়ে আকাবা (বড় জামরা) তে যাবে। এখানেও আগের দুই জামরার মতো সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। কিন্তু এবার আর আগের মতো দুআ করবে না।

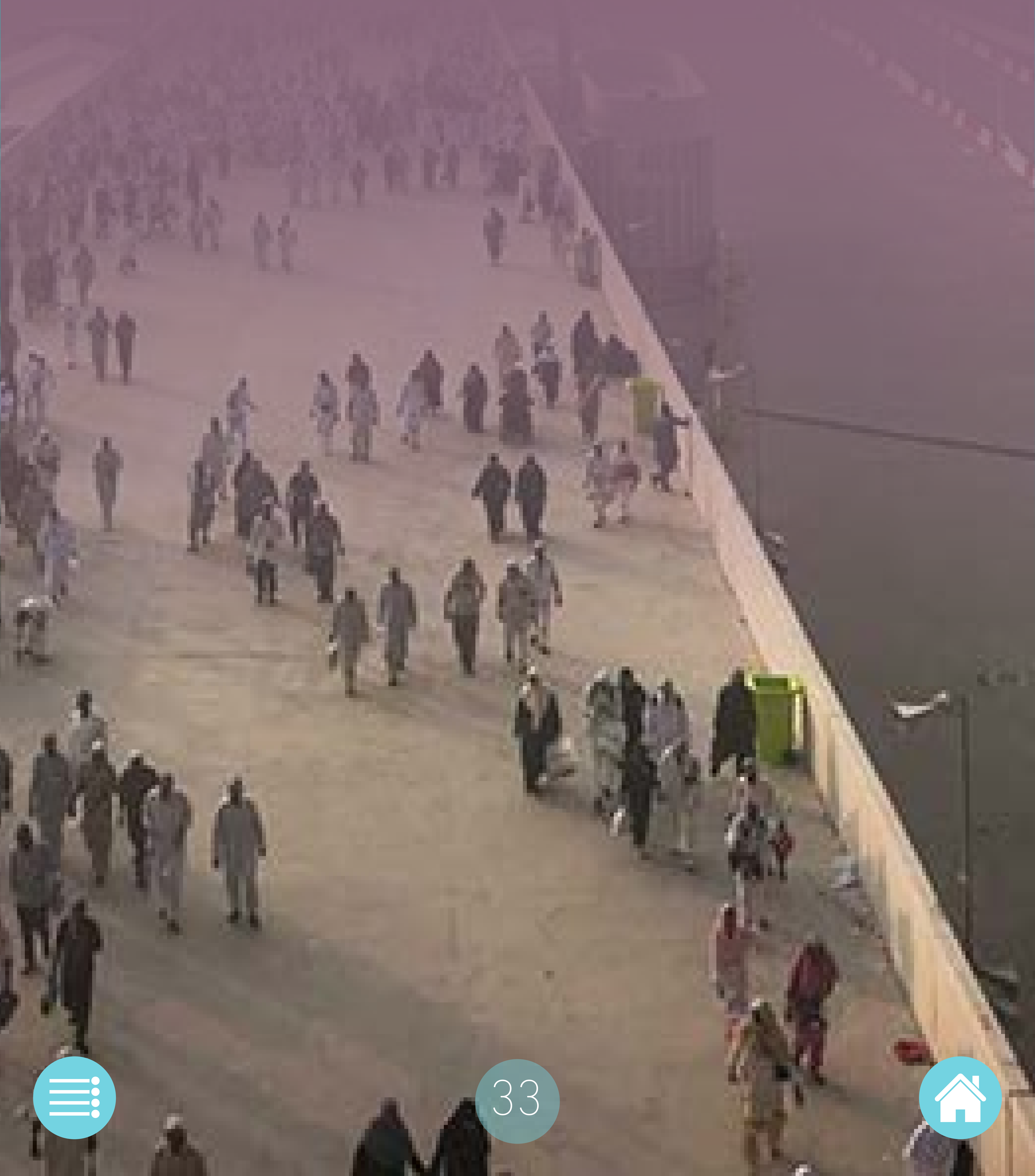
জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে হাজীরা দাঁড়াবেন না। বরং দ্রুতই চলে যাবেন। যাতে ভিড় সৃষ্টি না হয় এবং অন্যদের চলাচল বিঘ্নিত না হয়।





- রাস্তাঘাটে যত্রতত্র ময়লা ফেলে হাজীদেরকে কষ্ট দিবেন না। বরং ময়লা ফেলার নির্ধারিত স্থানেই ময়লা ফেলবেন।

- জামরাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের কাফেলার সঙ্গে নির্ধারিত পথে ও নির্ধারিত সময়ের প্রতি যত্নবান থাকুন। এটা আপনার ও আল্লাহর ঘরের অন্যান্য মেহমানদের সুরক্ষার জন্যই করা হয়ে থাকে।





পাথর নিক্ষেপের সময়

তাশরীকের সবগুলো দিনেই জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা যাবে। যিলহজের ১৩ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করা যাবে।

সরকারিভাবে যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হবে সে ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় ভুগবেন না। কারণ সেটা গ্রহণযোগ্য আলিমদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাফেলার জন্য নির্ধারিত সময়েই হাজী সবার সঙ্গে বের হবেন এবং পাথর নিক্ষেপ করবেন।

পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ



সৌদি সরকার হজের যাবতীয় ইবাদত সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য নানান উদ্যোগ নিয়েছে। তন্মধ্যে জামরাত কেন্দ্রিক বিভিন্ন সেবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব সেবার ফলে জামরাতে পাথর নিক্ষেপ অত্যন্ত নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজ হয়েছে।



বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ, গর্ভবতীসহ যেসব হাজী নিজে জামরাতে গিয়ে পাথর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হবেন না, তারা চাইলে পাথর নিক্ষেপের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারেন।

উকীল তথা নিযুক্ত প্রতিনিধির কর্তব্য হলো- জামরাতে গিয়ে প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর নিয়োগদাতার পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক জামরাতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।


कलॉथ सेन्टर

নিক্ষেপযোগ্য
পাথরের বিবরণ



জামরাতে নিক্ষেপযোগ্য পাথরের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো:

- ছোট (নুড়ি) পাথর
- বুলেটের চেয়ে ছোট। মটর (ডাল) কিংবা খেজুরের বিচির মতো আকারের।
- ১ সে.মি. এর কাছাকাছি। বড় পাথর মারবে না।



পাথরের আকার-আকৃতি কিংবা সৌন্দর্য ইত্যাদির দিকে তাকাবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জামরাতে নিক্ষেপের জন্য তাঁর হাতে এক মুষ্টি পাথর নিয়ে বলেন, ‘এধরনের পাথর নিক্ষেপ করো। দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকো। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে’।





পাথর নিক্ষেপের জন্য পাথর সংগ্রহ

মুযদালিফা থেকে বের হওয়ার আগে হাজী সাতটি নুড়ি পাথর নিয়ে নিবে। এগুলোই জামরায়ে আকাবাতে নিক্ষেপ করবে। তবে কেউ যদি মিনা কিংবা অন্য কোথাও থেকে নেয় সেটাও বৈধ হবে।

মুযদালিফা থেকে সবগুলো দিনের পাথর এক সঙ্গে নেয়া সুন্নাত নয়। কারণ তাতে হাজীর কষ্ট হবে। তাছাড়া সেটা শরীয়তে প্রমাণিতও নয়। ফলে বাকি দিনগুলোর পাথর মিনা কিংবা পথে যে কোনো জায়গা থেকে সংগ্রহ করবে।



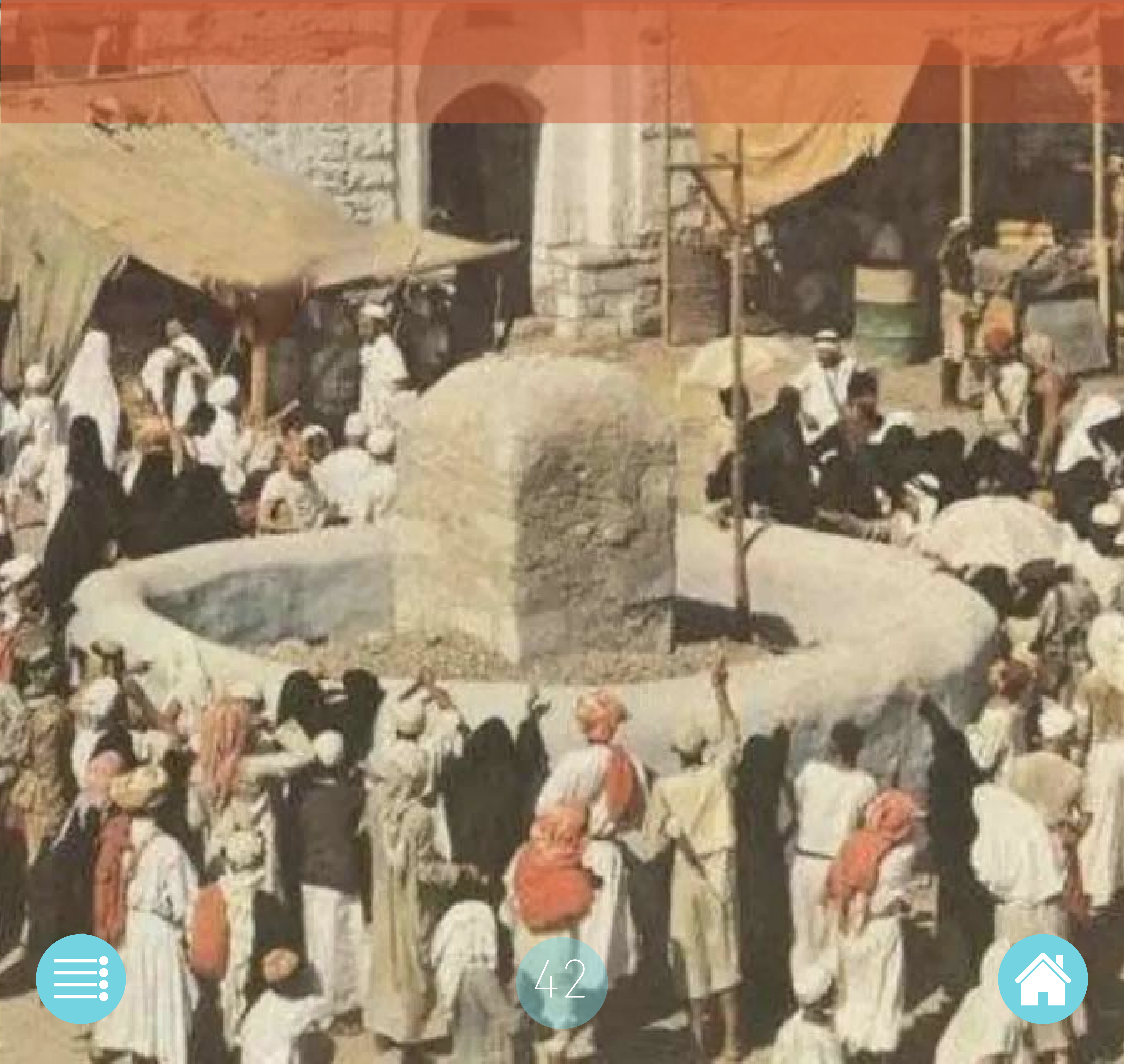
হাজীদের সুবিধার্থে এখন বিভিন্ন কোম্পানী জামরাতে নিক্ষেপের জন্য হাজীদেরকে পাথর সরবরাহ করে থাকে। সেগুলো ব্যবহার করাতেও সমস্যা নেই।

মানুষের চলাচলের পথ থেকে পাথর সংগ্রহ করবেন না। এটা আপনার নিজের ও অন্যদের কষ্টের কারণ হবে।



জামারাতের অতীত ও বর্তমান

বিগত সময়গুলোতে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সংকীর্ণ একটি জায়গাতে পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে মারাত্মক ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি তৈরি হতো। ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর কিছু হাজী মারা যেতো।



এক পর্যায়ে সৌদি সরকার জামারাতের পুরো বিষয়টি নিজ দায়িত্বে পর্যবেক্ষণ করে। গোড়া থেকে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যাতে একদিক থেকে জামারাতে হাজীদের সকল সংকট দূরীভূত হয়, পাশাপাশি শরঈ ইবাদতও বিঘ্নিত না হয়।





আজকের

জামারাত ব্রিজ

ফ্লোর সংখ্যা
৫ টি

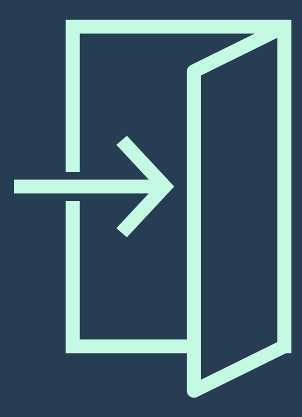
ফ্লোরের উচ্চতা
১২ মিটার

ব্রিজের ভিত্তিমূল (ফাউন্ডেশন) এমনভাবে নির্মিত যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন সাপেক্ষে **১২** টি ফ্লোর নির্মাণ করা যাবে।

ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৯৫০ মিটার
প্রস্থ ৮০ মিটার

ব্রিজের মোট আয়তন দুই লক্ষ বর্গমিটারের চেয়েও বড়

জামারাতে ঢোকার ১১টি প্রবেশপথ রয়েছে



১২ টি নির্গমনপথ রয়েছে চতুর্দিকে



প্রতি ঘন্টায় সেখানে তিন লক্ষ হাজী নিজেদের ইবাদত সম্পন্ন করতে পারেন





উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ২৯ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বহাল রাখতে পারে।

হেলিপ্যাড



হাজীদের সংখ্যা গণনা ও উন্নত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। ফলে ব্রিজে ৯ শতাধিক ক্যামেরা রয়েছে।



আরও রয়েছে সর্বাধুনিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কল-সিস্টেম



গাড়ি ও বাসের জন্য ৪ টি টানেল

যে টানেলগুলো মক্কার সঙ্গে জামারাতগুলোর সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখে।





সেবাদানের জন্য ৬ টি ভবন

প্রত্যেকটি ভবন ১২ তলা বিশিষ্ট

৩ টি বৈদ্যুতিক কেন্দ্র

পাশাপাশি আরও রয়েছে একাধিক ব্যাকআপ জেনারেটর ব্যবস্থা





সিঁড়ির জন্য রয়েছে ১১ টি ভবন। প্রত্যেক ভবনে রয়েছে ২৮ টি বৈদ্যুতিক সিঁড়ি (এস্কেলেটর)

পুরো জামরা প্রজেক্টে ৩২৮ টি বৈদ্যুতিক সিঁড়ি (এস্কেলেটর) রয়েছে

জামরাতে

কীভাবে পৌঁছবো?

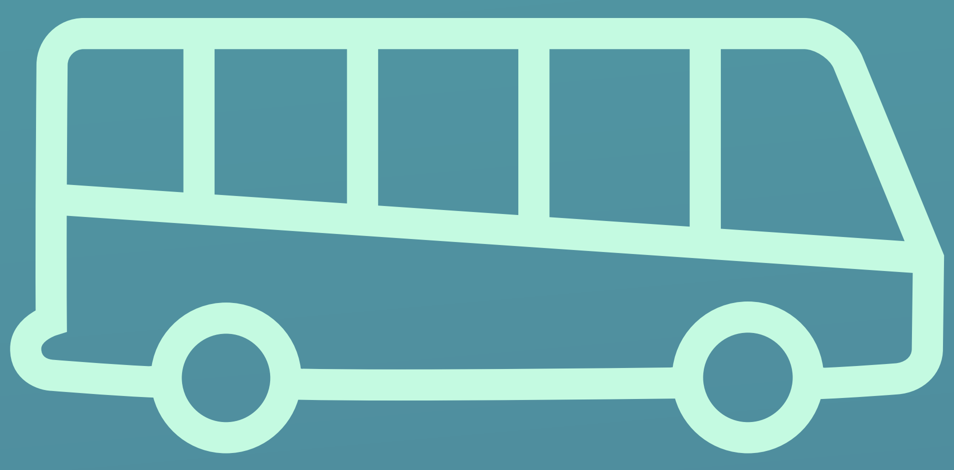


হজের কাফেলা, সেটার সময় ও স্থান বিবেচনায় জামরাতে যাওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ফলে প্রত্যেক হাজীর নিজস্ব কাফেলার দিক-নির্দেশনা মেনে চলা ও কাফেলার সঙ্গে জামরাতে যাওয়া উচিত।

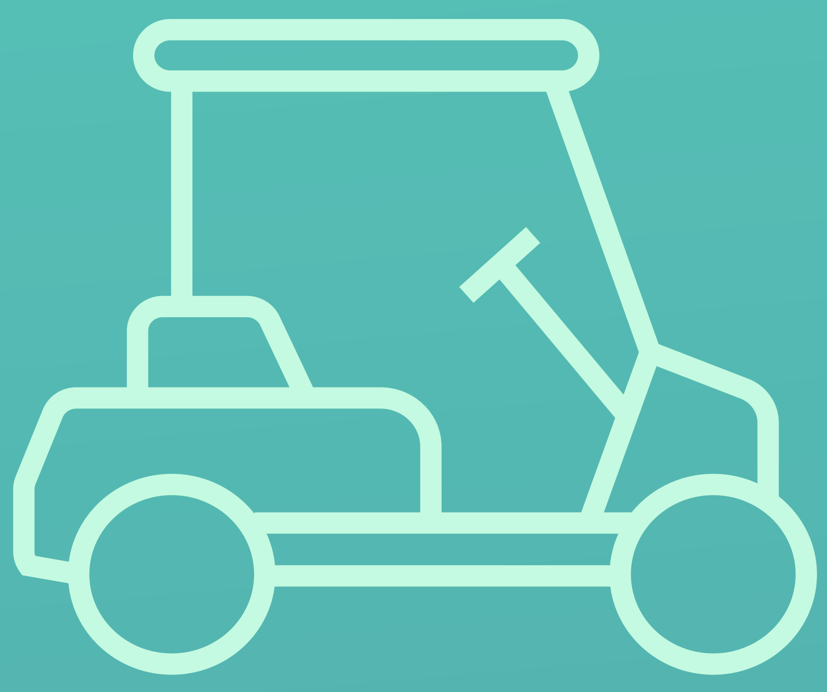
১) ‘মাশায়ের ট্রেন’: জামরাতে হাজীদের বহনকারী বিশেষ ট্রেন। তবে ট্রেন যাত্রার পরেও জামরা পর্যন্ত পৌঁছতে বেশ কিছু জায়গা পায়ে হাঁটতে হবে।



২) পদব্রজ যাত্রা: তারা পায়ে হেঁটে জামরাতে পৌঁছান। যারা দিনে জামরাতে হেঁটে যাবেন তাদের জন্য সঙ্গে ছাতা ও পায়ে মোজা পরে বের হওয়া উচিত। এতে সরাসরি সূর্যের তাপ থেকে সুরক্ষিত থাকা যাবে। দীর্ঘ পথ হাঁটা সহজ হবে।



বাস: এটা কিছু কাফেলার জন্য নির্ধারিত যাতায়াত ব্যবস্থা। সেসব কাফেলার হাজীদেরকে বাসের মাধ্যমে জামারাতে নিয়ে আসা হয়।



উপরন্তু বয়স্ক ও হাঁটা-চলায় দুর্বল হাজীদেরকে জামরা ব্রিজ পর্যন্ত পরিবহনের জন্য রয়েছে গল্ফ গাড়ি।



আপনার হাঁপানি কিংবা এলার্জি থাকলে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও ইনহেলার ইত্যাদি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। কারণ ক্লান্তি, দীর্ঘ হাঁটা ও ধুলোবালির কারণে যে কোনো সময় এগুলো প্রয়োজন হতে পারে।



নিরাপত্তাকর্মীদের দিক-নির্দেশনা, ট্রাফিক আইন ও কাফেলা-পদ্ধতি কঠোরভাবে মেনে চলুন। কারণ এগুলো মূলত হাজীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থেই তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর লঙ্ঘন ভিড়, জ্যাম ও আল্লাহর ঘরের মেহমানদের জন্য ক্ষতির কারণ।



জামরার সর্বত্র অসংখ্য ইমার্জেন্সি টিম ছড়িয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ না করুন কোনো স্বাস্থ্যগত জটিলতার লক্ষণ দেখা দিলেই তাদেরকে অবহিত করুন।



জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পরে শৌচাগার, ক্ষৌরাগার (সেলুন), রেস্টুরেন্টসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান।



ট্রেন ব্যবহারের

ক্ষেত্রে জরুরি নির্দেশনা

তাঁবু থেকে বের হবার পূর্বে আপনি আপনার ট্রেনের নম্বর জেনে নিন। যাতে করে আপনি সুষ্ঠুভাবে জামরাতে পৌঁছতে ও সেখান থেকে ফিরতে পারেন।

ট্রেন স্টেশনে:

- ট্রেন অপারেটরদের নির্দেশনাবলী মেনে চলুন।
- ট্রেন স্টেশনে বয়স্ক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোকদের জন্য বৈদ্যুতিক লিফট রয়েছে।

ট্রেনে চড়ার সময়:

- প্লাটফর্ম ও ট্রেনের বগির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের দিকে লক্ষ রাখুন।
- বগি পূর্ণ হয়ে গেলে তাতে ওঠার চেষ্টা করবেন না।
- অনুগ্রহপূর্বক বয়স্কদের জন্য আসন ছেড়ে দিন।


Mina 2

ট্রেন থেকে নামার সময়:

- সঠিক স্টেশনে নামছেন কি না নিশ্চিত হয়ে নিন।
- প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেনের বগির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের দিকে লক্ষ রাখুন।
- নামার সময় হুড়োহুড়ি-ঠেলাঠেলি এড়িয়ে চলুন।

জামরা থেকে ফেরার সময়:

- ট্রেন অপরাটেরদের দিক-নির্দেশনা মেনে চলুন।
- আপনার নির্ধারিত লেনে দাঁড়ান।
- আপনার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে যান।

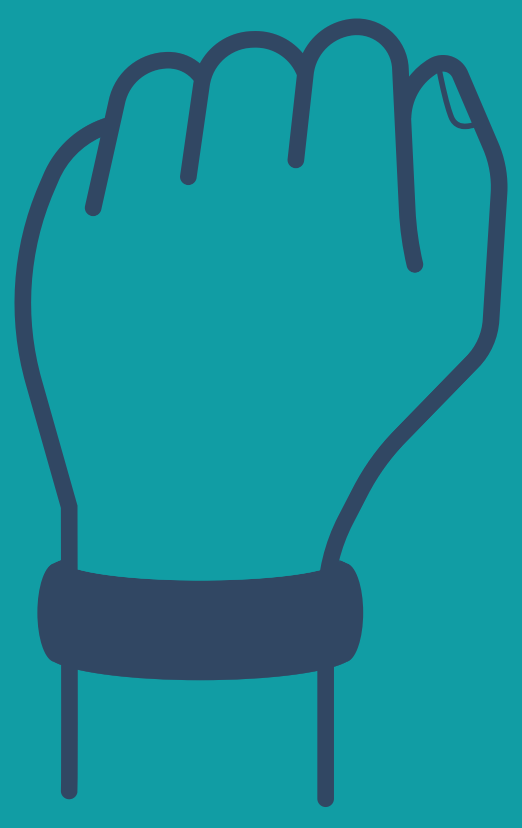
আপনার গন্তব্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে ট্রেন অপারেটরদের প্রয়োজনীয় যে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করতে ভুলবেন না।

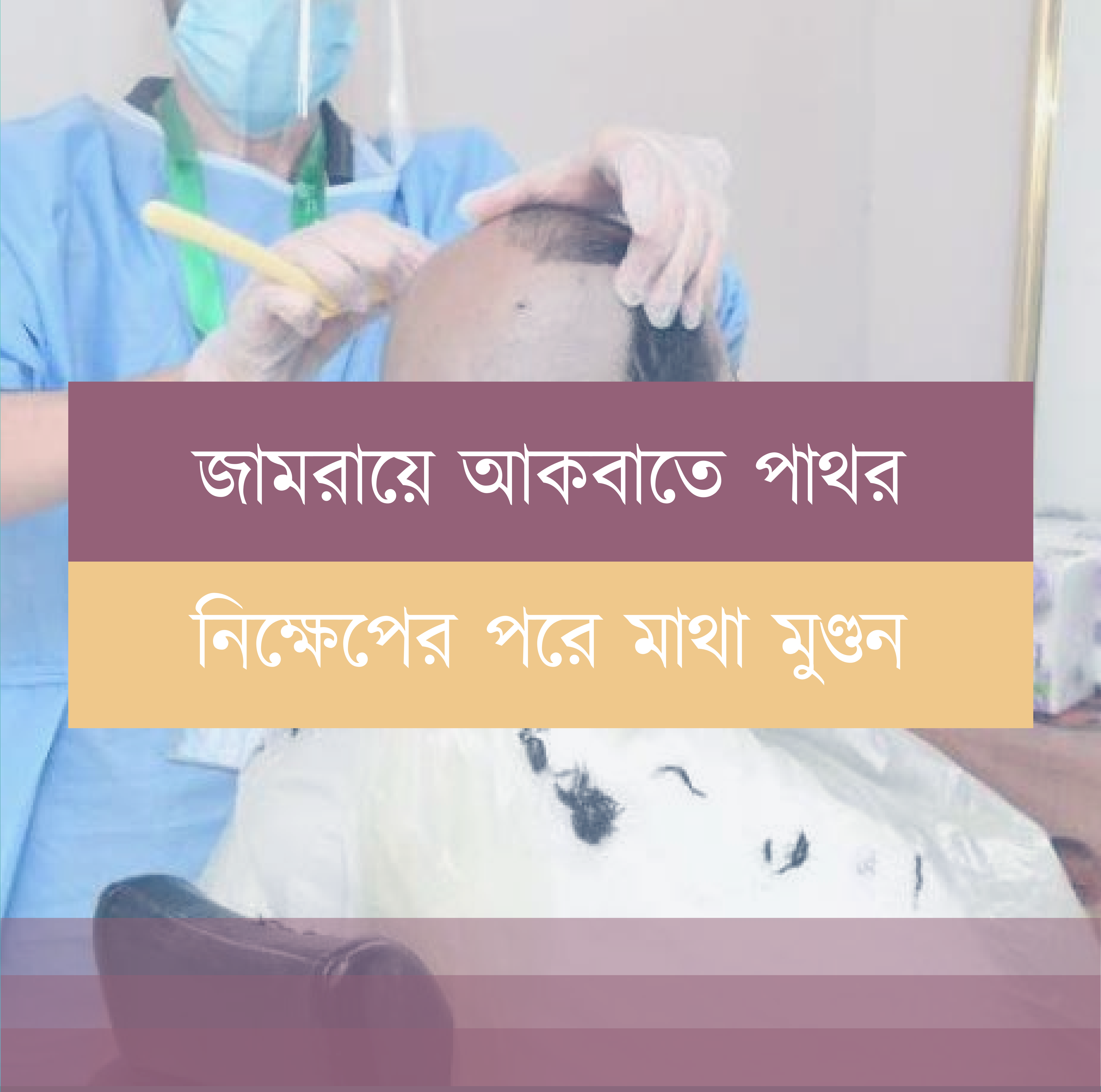


ট্রেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় মেনে চলুন।



আপনার ট্রেন ব্রেসলেটটি যত্নে রাখুন। কেবল এটার মাধ্যমেই আপনি ট্রেন ব্যবহার করতে সমর্থ হবেন।





জামরায়ে আকবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে মাথা মুণ্ডন

জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে হাজীদের জন্য মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছোট করা বৈধ। এটা হজ্জের একটি অপরিহার্য আমলও বটে।



জামরায়ে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য সেলুন ও ক্ষৌরাগার বিদ্যমান রয়েছে।

সেসব দোকানে পৌঁছতে এখানে ক্লিক করুন।

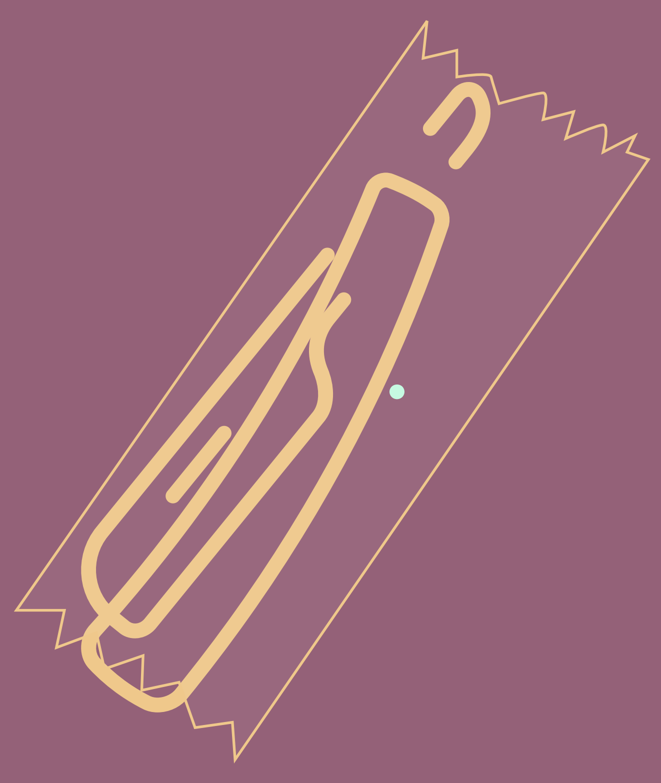
নির্ধারিত স্থানে বিদ্যমান অনুমোদিত সেলুন নির্বাচন করুন। রাস্তাঘাট ও ফুটপাটের নাপিত এড়িয়ে চলুন। নিজেকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে দূরে রাখুন।

চুল কাটার সময় খেয়াল করুন:

- হাতল বিশিষ্ট ক্ষুর (রেজার) ব্যবহার করছে কি না যেগুলো মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য।



- আগের হাজীর ব্যবহৃত বস্তুগুলো সরিয়ে নতুন বস্তু ব্যবহার করছে কি না।



- আপনাকে সেবাদানের পূর্বে সে তার হাতদু'টো পানি ও সাবান দ্বারা ধুয়েছে কি না।





প্রয়োজনীয় নম্বরসমূহ

৯১১

জরুরি ও নিরাপত্তা সেবার জন্য

৯৩৭

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও জিজ্ঞাসার জন্য

৯২০০০২৮১৪

আল্লাহর মেহমানদের জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য
হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র

১৯৬৬

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী সংক্রান্ত
অনুসন্ধানের জন্য

হজ্জের অন্যান্য সকল নির্দেশিকা হজ্জ ও উমরা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে বিদ্যমান (ডাউনলোড করতে এখানে ক্লিক করুন)। এসব নির্দেশিকাতে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান।



কৌশলগত অংশীদার

أوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AWQAF

وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

وزارة الصحة
Ministry of Health

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY

আল্লাহ আপনাদের আমল
ও প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন

দিক-নির্দেশনামূলক অন্যান্য তথ্যের জন্য
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে
আমাদের একাউন্টগুলো অনুসরণ করুন

Haj.gov.sa | @HajMinistry

وزارة الحـج والعمـرة
MINISTRY OF HAJJ AND UMRAH